দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 APR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম 6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

182

বেসরকারী শিক্ষকদের শতকরা ১০ ভাগ মহার্ঘ্যভাতা দেয়া হবে

প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য শতকরা ১০ ভাগ মহার্ঘ্যভাতা দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। আগামী ১ জুলাই থেকে এ ঘোষণা কার্যকর হবে। খবর বাসস'র। প্রেসিডেন্ট গতকাল বিজয় সরণিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ৪র্থ জাতীয় শিক্ষক মহাসম্মেলনে বলেন, ১ জুলাই থেকে জাতীয় শিক্ষক কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হবে। তিনি আরো বলেন, বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে জাতীয়

শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষকদের প্রচেষ্টা শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করবে। সেখানে কলম আর কখনো ছুরিতে পরিণত হবে না। তিনি বলেন, তিনি শিক্ষকদের পুরনো ভাবমূর্তি পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, জনগণ এখন শিক্ষকদের উচ্চস্থানে আসীন করেছে এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম গড়ে তোলার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করেছে।

প্রেসিডেন্ট সন্তোষের সাথে উল্লেখ করেন যে, শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে নিজেদেরকে সংগঠিত করেছে।

প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, শিক্ষকদের অবহেলা করা হলে বা তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা না দিলে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। তিনি শিক্ষকদের মোমবাতি বলে আখ্যায়িত করেন যারা সমাজকে আলোকিত করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করেন। এ সময় বিপুল সংখ্যক দর্শক-শ্রোতার করতালিতে অনুষ্ঠানস্থল মুখরিত হয়ে ওঠে।

উপ-প্রধান মন্ত্রী অধ্যাপক এম, এ, মতিন, মন্ত্রীবর্গ, কূটনীতিকগণ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে প্রেসিডেন্ট সম্মেলনস্থলে এসে পৌঁছলে দেশের ৬৪টি জেলা থেকে আগত হাজার হাজার শিক্ষক তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান।

ফেডারেশন নেতৃবৃন্দ বিপুল হর্ষধ্বনির মাধ্যমে তাঁকে মাল্য ভূষিত করেন। প্রেসিডেন্ট পায়রা উড়িয়ে দেন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

কাজী জাফর আহমদ

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি কাজী জাফর আহমদ শিক্ষক সম্প্রদায়কে একটি সামাজিক শক্তি ও সমাজ নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি তাঁদেরকে ক্ষুধা, অশিক্ষা ও অজ্ঞতা মুক্ত একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

তিনি বলেন, দুই হাজার সাল নাগাদ সকলের জন্য শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষকগণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে।

উপ-প্রধান মন্ত্রী বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষকদেরকে তাঁর মাথার মুকুট ও চোখের মনি বলে মনে করেন।

শেখ শহীদুল ইসলাম

শিক্ষা মন্ত্রী জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান। শিক্ষা কেন্দ্রগুলো যাতে

প্রেসিডেন্ট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেতন স্কেলের অধীনে আনা হবে।

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, সরকারী কলেজ, স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকরাও ইতিপূর্বে ঘোষিত সরকারী কর্মচারীদের ন্যায় একই আর্থিক সুবিধা পাবেন।

অন্যান্যের মধ্যে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলামও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ ঘোষণা করেন যে, ১ জুলাই থেকে মাসিকভিত্তিতে বেসরকারী শিক্ষকদেরকে বেতন ও ভাতা হিসেবে সরকারী মঞ্জুরী দেয়া হবে।

তিনি বলেন, আনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নয়া জাতীয়করণকৃত কলেজগুলোতে শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি ও চাকরি নিয়মিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তিনি শিক্ষকদের দাবী নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছেন। তিনি অবিলম্বে শিক্ষকদের এসব সমস্যা নিরূপণের জন্য শিক্ষা, অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। তিনি বিশেষ করে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষকদের পদোন্নতি, সার্ভিস রুল ও বেতন বৈষম্য সংক্রান্ত বর্তমান সমস্যা সমাধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

তিনি দেশ থেকে অশিক্ষার অভিশাপ দূর করার মহৎ কাজে এবং দেশে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধে কার্যকর অবদান রাখার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।

তিনি বলেন, দেশে প্রায় ৩ লাখ শিক্ষক রয়েছেন। তারা যদি বছরে ১০ জনকেও শিক্ষিত করেন তবে তারা ৩ কোটি লোককে শিক্ষিত করতে পারবেন এবং দেশ অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

তিনি শিক্ষদের বেকার শিক্ষিত তরুণদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, এই সমস্যা দেশে মাদক ব্যবহার বৃদ্ধি করছে। তিনি আত্মকর্ম সংস্থানে এ যুবকদের সাহায্য করার জন্য আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্যেও শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, এটা জাতির অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে।